বেতার সংবাদ

ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে আসা মানুষের পদভারে জেগে উঠে শহীদ মিনার।

রাত ১১টা ৫২ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পৌঁছান। তাঁকে স্বাগত জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক হারুন অর রশিদ, ট্রেজারার অধ্যাপক মীজানুর রহমান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। ১১টা ৫৬ মিনিটে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পৌঁছান রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান। ১২ টা ১ মিনিটে তিনি প্রথম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর পরই প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মূল বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। পরে মন্ত্রী সভার সদস্য, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে শেখ হাসিনা দলের পক্ষে শ্রদ্ধা জানান। পরে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার কর্নেল (অব.) শওকত আলী, চিফ হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ ত্যাগ করার পর শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শহীদ বেদীতে আসেন সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ও বিএনপি চেয়ারপাসন বেগম খালেদা জিয়া

পরে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান, পুলিশের আইজি, এ্যাটর্নি জেনারেল, কুটনৈতিক কোরের সদস্য'রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডারস ফোরাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি ও শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ সহ বিভিন্ন সংগঠন।

রাত পৌনে একটার পর এস এম হল জগন্নাথ হলের সামনে দিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রবেশের মুখ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এর ফলে শহীদ মিনার অভিমুখে বাধভাঙ্গা জোঁয়ার নামে সাধারণ মানুষেরা একে একে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক সংস্কৃতিক ও পেশাজীবি সংগঠন পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। শহীদ মিনার এলাকায় রাত ভরই ছিল হাজারো মানুষের ভিড়। একুশের রাত যতই ভোরের দিকে যেতে থাকে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে মানুষের ভিড়। সব শ্রেণী বয়সের মানুষের ভারে মুখরিত থাকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর।

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত এই কর্মসূচি বাংলাদেশ বেতার থেকে সবাসরি প্রচার করা হয়।

নিজেদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে

মহান স্বাধীনতা দিবসে সমাবেশে শিশুদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

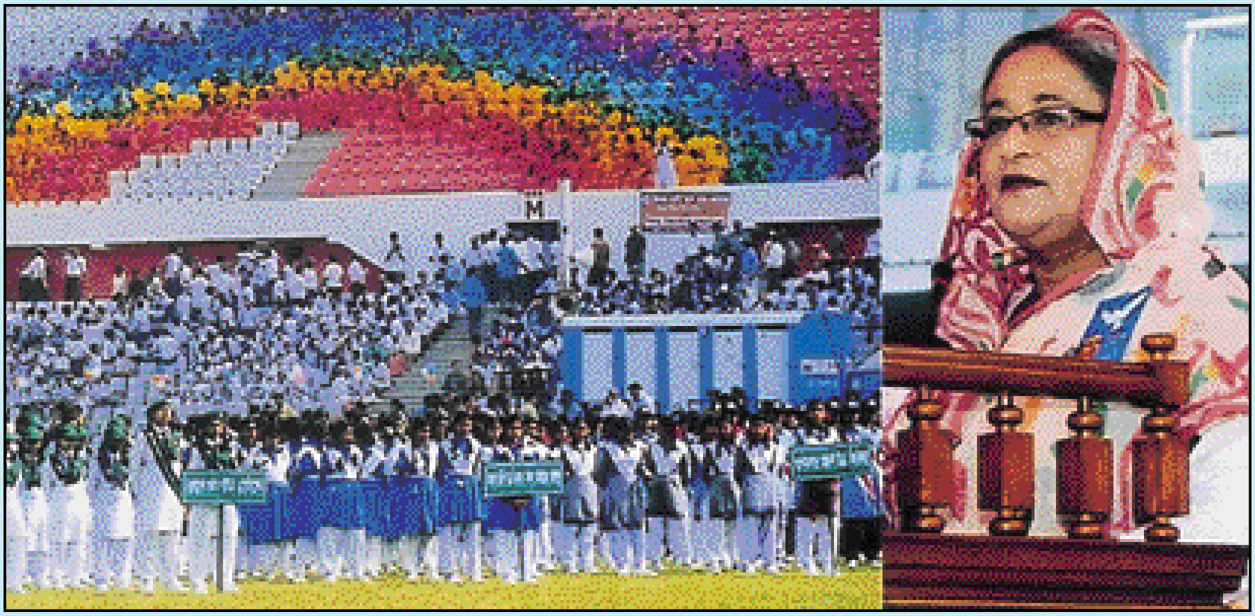

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেদের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং বিশ্বে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে একটি গর্বিত জাতির প্রকৃত ইতিহাস জানতে শিশুদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গত ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ঢাকা জেলা প্রশাসন আয়োজিত শিশু সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একথা বলেন। সমাবেশ উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেন ভবিষ্যতে তোমরাই বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ প্রধানমন্ত্রী হবে।

তোমাদের সুন্দর নৈতিক চরিত্র ও দৃঢ় মনোবলের আধিকারী হতে হবে।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলাম ও ঢাকা জেলা প্রশাসক এম. মহিবুল হক উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের শিশু-কিশোরদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন এবং তাদের বর্ণাঢ্য শারীরিক কসরত প্রত্যক্ষ করেন।

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শিশু সমাবেশের অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্র থেকে একযোগে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

বেতারের উন্নয়নে যুগপোযোগী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষ বেতারের প্রতি আরো আকৃষ্ট হয়

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ বলেছেন: বেতারের উন্নয়নে যুগপোযোগী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যাতে সাধারণ মানুষ বেতারের প্রতি আরো আকৃষ্ট হয়। তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে আমাদেরকে টিকে থাকতে হলে সর্বক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে তখনকার সময়ের শিল্পীরা জাগরণী গান গেয়েছিল, যা আজও আমাদেরকে নাড়া দেয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপে গড়ে তুলতে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করতে হলে দেশের সর্বসাধারণকে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে। এ ক্ষেত্রে বেতারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেতারের যত সমস্যা রয়েছে সকল সমস্যা দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

১২ মার্চ ২০১২ তারিখ সকালে বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন তিনি। কেন্দ্রেয় আঞ্চলিক পরিচালক মির শাহ আলমের সভাপতিত্বে প্রিন্স সদরুজ্জামানের পরিচালনায়

মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন-সিলেট জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক আব্দুজ জহির চৌধুরী সুফিয়ান, সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব শফিকুর রহমান চৌধুরী, সিলেটের পুলিশ কমিশনার অমূল্য ভূষণ বড়ুয়া, উপ-পুলিশ কমিশনার আব্দুল জলিল, মহিলা আওয়ামীলীগের নেত্রী নাজনীন হোসেন, তথ্য অফিসের কর্মকর্তা জুলিয়া জেসমীন মিলি, বিটিভি সিলেট প্রতিনিধি আজিজ আহমদ সেলিম, সিলেট প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সমরেন্দ্র বিশ্বাস সমর, মাছরাঙা টেলিভিশনের সিলেট প্রতিনিধি আল আজাদ, আঞ্চলিক প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, উপ-আঞ্চলিক পরিচালক মো. ফখরুল আলম, আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তারিক, মোহাম্মদ আব্দুল হক, উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী অসিত ভূষণ দেব, তাপস কান্তি তালুকদার, সামসুল আলম সেলিম, আব্দুল মজিদ লস্কর, নন্দিতা দত্ত, সঞ্জয় সরকার, বেতারের সিলেট জেলা সংবাদদাতা এম.এ. রহিম, এম. রহমান ফারুক, মো, অলিউর রহমান, তর্ক কুমার ত্রিপুরা, আনোয়ার হোসেন ভূইয়া, খবির উদ্দিন আকন, জালাল আহমদ, শিল্পী হিমাংশু বিশ্বাস, জামাল উদ্দিন হাসান বান্না, চন্দ্রাবতী রায় বর্ম্মণ, জামাল আহমদ, ইকবাল সাই, খোকন ফকির, ঝুমকোলতা সিনহা, মালতী পাল, লাভলী দেব, তন্বী দেব, নাসরিন আক্তার চৌধুরী, মরিয়ম বেগম সুরমা, লিটন আহমদ, আফাসানা, বিজন রায়, আব্দুল মজিদ সরকার, আব্দুর রহিম কয়েস, সুষমা দাস, দেবাষী বন্দোপাধ্যায়, যন্ত্র শিল্পী পান্না দাস, সুরোজিতদেব তনু, স্বপন খান, কুতুব উদ্দিন, নৃপেন্দ্র দেব লুনু।

বিশ্ব বেতার দিবস উদযাপন

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ বাংলাদেশ বেতার সদর দপ্তরের মিলনায়তনে জাতিসংঘের ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব বেতার দিবস ২০১২ উদযাপনের অংশ হিসেবে উন্নয়নের জন্য বেতার বাংলাদেশ প্রেক্ষিত এবং বেতার উদ্ভাবনে আচার্য স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু'র অবদান শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য সচিব হেদায়েত উল্লাহ আল মামুন এনডিসি। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ কে এম শামীম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি কিচু ওয়াচি।

উন্নয়নের জন্য বেতার: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক (অনুষ্ঠান) সালাহউদ্দিন আহমেদ। তিনি তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন– আজকের দিনটি ঐতিহাসিক দিন হিসেবে পরিগণিত হলো। জাতিসংঘের ইউনেস্কো আজকের দিনটিকে বিশ্ব বেতার দিবস ঘোষণা করেছে। তিনি আরো বলেন– আমরা স্বাধীন বাংলা বেতারের উত্তরাধিকারী। বেতার যন্ত্র আবিস্কারে বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু'র অবদান অনস্বীকার্য।

ইউনেস্কোর আবাসিক প্রতিনিধি কিচু ওয়াচি বলেন–আজকের দিনে কম্পিউটার ইন্টারনেটের পাশাপাশি গণমাধ্যম হিসেবে বেতারের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও চালু হওয়ায় বেতারের গুরুত্ব আরো বেড়েছে অনুষ্ঠানে প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির বলেন–স্বল্প খরচে বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রচার মাধ্যম রেডিওর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তথ্য প্রবাহ আদান প্রদানে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য এ মাধ্যমটির গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্ব প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে বেতার ও তার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে টিকে আছে। বেতার এখন এফ. এম. এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করছে এবং সরাসরি শ্রোতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছে ফোন-ইন অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে।

বেতার দিবসের শোভাযাত্রায় বাংলাদেশ বেতার এবং বেসরকারি বেতার কেন্দ্র সমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ

বেতার তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন তথ্য সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এনডিসি। তিনি বলেন– বেতার দিয়ে সভ্যতার সূচনা হয়। এ কাজটি করেন বাঙালি স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু। তিনি তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। মানব মনে বেতার কি ভূমিকা রাখে তার প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য-ঘাটতি ছিল সেই সময় মানুষের গড় আয়ু ছিল ৩৭ বছর বর্তমানে ৬৭ বছর। দরিদ্র্য বেশি ছিল এখন দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েচে। এসব কাজের পিছনে বেতারের ভূমিকা আছে। বেতারের কাছ থেকে শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় জানা যায়। মাতৃস্বাস্থ্য থেকে শুরু করে শিশু স্বাস্থ্য ইত্যাদি বেতারের মাধ্যমে জানা যায়। বেতার এক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচার করে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কৃষিক্ষেত্রে আমরা একটি বিপ্লব ঘটিয়েছি বেতারের মাধ্যেমে। রেডিও এই ম্যাসেজগুলো পৌঁছে দিয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে আজকের যে অর্জন এ ক্ষেত্রে বেতার গভীর ভূমিকা রাখছে। উন্নয়নে বেতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ কে এম শামীম চৌধুরী বিশ্ব বেতার দিবস অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন: বিশ্ব বেতার দিবসের মূল কথা হলো প্রচার মাধ্যম বেতারের যে একটি শক্তি আছে তা সকলের কাছে যে বার্তা পৌঁছে দেয় বা পৌঁছে দিতে পারে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন বাংলাদেশ বেতার ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সেকেন্ড ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করেছে। দেশের উন্নয়ন, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং

দুর্যোগ দুর্বিপাকের সময় মানুষের বন্ধু হয়ে দাঁড়ায় একটি ক্ষুদ্র বেতার যন্ত্র। তিনি আরো বলেন: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে বেতার উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

সেমিনারে দ্বিতীয় পর্বে টেকনিকাল সেশনে উন্নয়নের জন্যে বেতার বাংলাদেশ প্রেক্ষিত এবং বেতার উদ্ভাবনে আচার্য স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু'র অবদান শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম শামীম রেজা।

এ উপলক্ষে জাতিসংঘের ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব বেতার দিবস ২০১২ উপলক্ষে সকাল ৮ টায় একটি মনোজ্ঞ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি বেতারের সদর দপ্তর থেকে শুরু হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি এস সি হয়ে সদর দপ্তরে ফিরে আসে। শোভাযাত্রায় অংশ নেন তথ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ বেতার এবং বেসরকারী বেতার কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও কর্মচারী ও শিল্পী কলাকুশলীবৃন্দ। এ বছর বিশ্ব বেতার দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'উন্নয়নে গণতন্ত্রে এবং অংশগ্রহণে প্রতিনিয়ত বেতার'।

বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষে র‌্যালি ও আলোচনা সভা: সিলেট কেন্দ্র

বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক মির শাহ আলম বলেছেন বেতার হচ্ছে মানুষের সহজ গণমাধ্যম। মুক্তিযুদ্ধে তার অবদান ছিল প্রশংসনীয়। মানুষের সুখে-দুঃখে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুর্যোগময় মুহূর্তে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে একমাত্র মাধ্যম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জাগরণী সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশের কৃষক, শ্রমিক, নারী-পুরুষ দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিল। যে কারণে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। বেতারের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছেন আমাদের দেশে হাজারো গুণীশিল্পী। শাহ আব্দুল করিম, রাধারমন, হাছন রাজা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব বেতার দিবস উপলক্ষে র‌্যালি শেষে সিলেট বেতার কেন্দ্রে প্রচারিত তথ্য প্রচারে অগ্রদূত শীর্ষক অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন তিনি। কেন্দ্রের উপ-আঞ্চলিক পরিচালক মো. ফখরুল আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি আলোচকের বক্তব্যে দৈনিক সিলেটের ডাক-এর

নির্বাহী সম্পাদক, বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক আবদুল হামিদ মানিক বলেন, তথ্য প্রযুক্তির এ যুগে সহজতর গণমাধ্যম বেতারের চাহিদা এখনো অনেক বেশি। গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয় এ মাধ্যমকে যুগোপযুগী করে তুলতে আরো প্রযুক্তি সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হবে।

অনুষ্ঠানে আরো যারা বক্তব্য রাখেন সিলেট কেন্দ্রের সাবেক আঞ্চলিক পরিচালক সাজেদা খাতুন চৌধুরী, উপ-আঞ্চলিক পরিচালক প্রকৌশলী অসিত ভূষণ দেব, তাপস কান্তি তালুকদার, উপ-আঞ্চলিক পরিচালক আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তারিক, মো. আব্দুল হক সঙ্গীত পরিবেশন করেন রঙ্গলাল দেব, হীমাংশু বিশ্বাস, জামাল উদ্দিন হাসান বান্না, আমিরুননেছা খাতুন, মালতিপাল, নাসরিন চৌধুরী ডায়না, শান্তনা চক্রবর্তী, অরুণ চক্রবর্তী, মরিয়ম বেগম সুরমা, তন্বি দেব, বিজন রায়, খোকন ফকির, জামাল আহমদ, কয়েস আহমদ, ইকবাল সাই, হেপী। যন্ত্র সঙ্গীত সুরোজিত দেব তনু, স্বপন কুমার খান। অনুষ্ঠানটির প্রযোজনায় ছিলেন মোহাম্মদ আব্দুল হক

বিশ্ব বেতার দিবস এবং শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত: বরিশাল কেন্দ্র

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ বেতার বরিশাল কেন্দ্রে বিশ্ববেতার দিবস পালন করা হয়। এতে অংশ নেন সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিল্পীবৃন্দ। এ উপলক্ষে সকালে এক বর্ণাঢ্য র‌্যালির আয়োজন করা হয়। র‌্যালির নেতৃত্ব দেন বরিশাল বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক মো. আবদুল হক। এছাড়া আঞ্চলিক প্রকৌশলী মো. রবিউল ইসলাম, উপ-আঞ্চলিক পরিচালক কিশোর রঞ্জন মল্লিক, উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী নিত্য প্রকাশ

বিশ্বাস, সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক তাপস চন্দ্র বোস এবং অন্যান্য কর্মচারী ও শিল্পীবৃন্দ র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। আর এরই ধারাবাহিকতায় দু'দিন বিশ্ব বেতার দিবসের থিম সং প্রচারিত হয়েছে। বেতারের আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা এ সম্পর্কে নিয়মিত সংবাদ প্রচার করেছে।

উল্লেখ্য, জনগণের মধ্যে বেতারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, বেতারের মাধ্যমে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার জোরদার এবং প্রচার মাধ্যমগুলোর মধ্যে নেটওয়ার্ক যোগাযোগ বাড়ানো লক্ষ্য নিয়ে জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থা ইউনেস্কো প্রতি বছর ১৩ ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব বেতার দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বছর দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'উন্নয়নে, গণতন্ত্রে এবং অংশগ্রহণে প্রতিনিয়ত বেতার'।

এদিকে, ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল যথাযোগ্য মর্যাদায় শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করেছে। রাত ১২টা ০১ মিনিটে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ বেতার, বরিশালের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিল্পীবৃন্দ বরিশাল শহীদ মিনারে পুষ্প স্তবক অর্পণের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি ভবনের মত বাংলাদেশ বেতার, বরিশালেও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। বরিশাল বেতার দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করে। বেতারের আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা এ উপলক্ষে নিয়মিত বিস্তারিত সংবাদ প্রচার করেছে।

বিসিএস (তথ্য) পেশাগত প্রবেশক পাঠ্যধারার ২৬ তম কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান

বিসিএস (তথ্য) পেশাগত প্রবেশক পাঠ্যধারার ২৬ তম কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান গত ২৬ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রণালয়ের সচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এনডিসি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ কে এম শামীম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে তথ্য সচিব নবীন কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য আহ্বান জানান। বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক বলেন: এই প্রশিক্ষণ নবীন কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। তিনি সবাইকে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান।

সমাপনী অনুষ্ঠানে কৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ বেতারের বার্তা বিভাগের নবীন কর্মকর্তা, জেলা তথ্য কর্মকর্তা, পিআইডি, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নবীন কর্মকর্তাদের নিয়ে ৩ মাসব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়। এটি বিসিএস (তথ্য) ক্যাডার অফিসারদের বাধ্যতামূলক পেশাগত প্রশিক্ষণ।

এই প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ বেতারের বার্তা বিভাগের কর্মকর্তাগণ অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান পর্যন্ত প্রতিটি স্থানই তারা দখল করেন।

প্রথম স্থান অধিকার করেন বাংলাদেশ বেতারের সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক রাশেদ ফয়সল কবীর। দ্বিতীয় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন বাংলাদেশ বেতারের সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক যথাক্রমে মোসা. উম্মে কুলসুম ও সঞ্জয় সরকার।

তথ্যসচিব হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন এনডিসি, বিসিএস (তথ্য) পেশাগত প্রবেশক পাঠ্যধারা শীর্ষক প্রশিক্ষণে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক রাশেদ ফয়সল কবীরকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন।

৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেন বাংলাদেশ বেতারের সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক যথাক্রমে তাপস চন্দ্র বোস ও কনিকা ভৌমিক। প্রশিক্ষণের সকল শাখায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক রাশেদ ফয়সল কবীরকে প্রদান করা হয় অলরাউন্ডার পুরস্কার।

বেতারের উন্নয়নে যুগোপযোগী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ বেতারের

মহাপরিচালক এ কে এম শামীম চৌধুরী

বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম শামীম চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান সরকারের উন্নয়নে যুগোপযোগী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যাতে সর্বস্তরে মানুষ বেতারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তথ্য প্রযুক্তি এ যুগে আমাদেরকে টিকে থাকতে হলে সর্বক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। সরকার বেতারকে আরো শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে বেতার সংশ্লিষ্ট সকলকে বেতারের উন্নয়নে মনোযোগী হতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে তখনকার সময়ের শিল্পীরা জাগরণী গান গেয়েছিল, যা আজও আমাদেরকে নাড়া দেয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটালরূপে গড়ে তুলতে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করতে হলে দেশের সর্বসাধারণকে প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে।

গত ১৭ মার্চ ২০১২ সকালে বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে কর্মকর্তা/কর্মচারী ও কলা কৌশলীদের সাথে মতবিনিময় সভায় মহাপরিচালক প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক মির শাহ আলমের সভাপতিত্বে ও উপ-আঞ্চলিক পরিচালক মো. ফখরুল আলমের পরিচালনায় মতবিনিময় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের প্রধান প্রকৌশলী দুলাল কুমার পাল, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আহম্মেদ কামরুজ্জামান, কেন্দ্রের আঞ্চলিক প্রকৌশলী মো. আব্দুর রাজ্জাক, উপ-আঞ্চলিক প্রকৌশলী অসিত ভূষণ দেব, তাপস কান্তি তালুকদার, সহকারী বার্তা নিয়ন্ত্রক সঞ্জয় সরকার, উপ-আঞ্চলিক পরিচালক আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তারিক, মোহাম্মদ আব্দুল হক সহকারী পরিচালক পবিত্র কুমার দাশ, সামসুল আলম সেলিম, নন্দিতা দত্ত, আব্দুল মজিদ লস্কর, মোহাম্মদ অলিউর রহমান, তর্ক কুমার ত্রিপুরা, আনোয়ারা হোসেন ভূইয়া, খবির উদ্দিন আকন্দ, মতিউর রহমান, আব্দুল মোমিন, আব্দুল খালিক, মো. মোস্তফা, জাহাঙ্গীর আহমদ, আফতাব উদ্দিন, আব্দুর রহিম, নীল মনি সিংহ, মো. ইসহাক প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে এফ এম সম্প্রচার ব্যবস্থা অচিরেই আরো সম্প্রসারিত করার আশ্বাস প্রদান করেন।

বিসিএস তথ্য-সাধারণ বেতার কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির অভিষেক অনুষ্ঠান

গত ৯ মার্চ ২০১২ তারিখে সন্ধ্যে সাড়ে ৬টায় ঢাকার সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ সরণিতে অবস্থিত জাতীয় বেতার ভবনের মিলনায়তনে বিসিএস তথ্য সাধারণ বেতার কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ কে এম শামীম চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিসিএস তথ্য-সাধারণ বেতার কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেলাল মোহাম্মদ, আশফাকুর রহমান খান, রেজাউল করিম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিসিএস তথ্য-সাধারণ বেতার কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক (অনুষ্ঠান) সালাহ উদ্দিন আহমদ।

সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান পর্বে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেলাল মোহাম্মদ বলেন-৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আজকের এই সম্মাননা তারই অর্জন। অভিষেক অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আশফাকুর রহমান খান বলেন-আমরা মাতৃ ভূমির টানে এবং বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেছি। অনুষ্ঠানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম শব্দসৈনিক রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন: স্বাধীন

সম্মাননা প্রাপ্ত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিকদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব আবুল কালাম আজাদ এবং বাংলাদেশ বেতারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট। এই কেন্দ্রে কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ কে এম শামীম চৌধুরী বলেন: বাংলাদেশ বেতার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের উত্তরাধিকার মুজিবনগর সরকার গঠনের আগে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করা এবং পুরো ন'মাস মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকেরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি আবুল কালাম আজাদ বলেন কার্যকর গণমাধ্যম হিসেবে বেতারের ভূমিকা অসাধারণ। বেতারের যারা কাজ করেন তারা জাতির কল্যাণসাধন করেন।

এক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতারের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা আমরা কোনদিন ভুলবোনা। আমার মনে পড়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে প্রচারিত এম আর আখতার মুকুল ভাইয়ের চরমপত্রের কথা। বেতার কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতি শব্দ সৈনিকদের সম্মাননা প্রদান করে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলো।

উল্লেখ্য বিসিএস তথ্য সাধারণ বেতার কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনালগ্নের ১০ (দশ) জন শব্দসৈনিককে সম্মাননা পদক প্রদান করে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখেন বিসিএস তথ্য সাধারণ বেতার কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম। তিনি তার বক্তব্যে বলেন: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকেরা আমাদের পূর্বসুরী। আমরা তাদের জন্যে গর্বিত। তিনি নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন

জয়ন্তী লালা

মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তান রাজশাহী কেন্দ্রে ভাওয়াইয়া গান পরিবেশন করতেন। পরে রংপুর বেতার আরম্ভ হলে রংপুরে চলে আসেন। এখানে তিনি বেতারের প্রথম অনুষ্ঠান হতে গান করতে শুরু করেন। এবং নৈমিত্তিক দোতারা বাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি কুচবিহারে চলে যান এবং বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তি পরিষদে যোগদান করেন।

স্মরণার্থী শিবির, মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে ও মুক্তাঞ্চল স্বাধীনতার গান গেয়ে বেড়ান দলসহ। মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন ৬ নং সেক্টর কমান্ডার এম কে বাশারের উৎসাহে এমপি আবিদ আলীর সহযোগিতায় গঠন করেন বিপ্লবী সাংস্কৃতিক পরিষদ।

দল নিয়ে মুক্তাঞ্চলে, যুদ্ধ ফ্রন্টে ও সাময়িক বাহিনী ক্যাম্পে দল নিয়ে সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি রংপুর বেতারে অনুষ্ঠান শুরু করেন। তিনি গীতিকার ও সুরকার এবং সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব লাভ করেন এবং লাভ করে সঙ্গীত প্রযোজকের দায়িত্ব লাভ করেন।

১৯৯৮ সালে উপমুখ্য সঙ্গীত প্রযোজক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি রংপুর বেতারে সঙ্গে যুক্ত আছেন।

জয়ন্তী লালা ১৯৫০ সালের ২৯ নভেম্বর নোয়াখালী জেলার টঙ্গীরপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা দুর্গাপ্রসন্ন ভূঁইয়া ও মাতা মৃত নীহার কনা ভূঞা। লেখা-পড়ার সাথে সঙ্গীতের প্রতি ছিল তার অসাধারণ ঝোঁক। ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম বেতার নজরুল ও আধুনিক গানে তালিকাভুক্ত হন। ১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুজিব নগরে চলে যান এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন। তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবি শিল্পী সাহিত্যিক সহায়ক সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ও আর্য্য সঙ্গীত সমিতির উচ্চাঙ্গ ও নজরুল সঙ্গীতের প্রশিক্ষক।

অনন্তকুমার দেব

সঙ্গীত শিল্পী অনন্তকুমার দেব ১৯৬৯ সালে দেশে যখন গণআন্দোলন তখন তিনি মজিবুর রহমান, কপিল উদ্দিন, কৃষ্ণ চন্দ্র সরখেলসহ গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন সমগ্র কুড়িগ্রাম মহোকুমায়। এরপর ১৯৭১ সালে মো. কছিম উদ্দিন সহ মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধের গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করতেন। আগস্ট মাস ১৯৭১ সালে কছিম উদ্দিন কলকাতায় পাড়ি জমালেন তখন অনন্ত কুমার দেব বড়বাড়ীর বিখ্যাত

অনন্তকুমার দেব

দোতরা বাদক শৈলেন্দ্রনাথ রায়সহ দল বেঁধে মুক্তি যোদ্ধাদের ক্যাম্পে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন। দেশ স্বাধীনের পর আবার কছিম উদ্দিনের সঙ্গে ভাওয়াইয়া নিয়ে কাজ করেন। ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ বেতার রংপুরে পল্লীগীতির শিল্পী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ১৯৮১ সালে আবার ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী হিসেবেও তালিকাভুক্ত হন। বর্তমানে রংপুর বেতারের বিশেষ শ্রেণীর ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী হিসেবে নিয়মিত ভাওয়াইয়া পরিবেশন করে আসছেন। ১৯৮৫ সালে 'একতারা' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রবেশ। ১৯৯০ সালে টেলিভিশনের তালিকাভুক্ত লোক সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে সঙ্গীত পরিবেশন করছেন অদ্যাবধি। বাংলাদেশ টেলিভিশনের উচ্চ শ্রেণীর ভাওয়াইয়া গানের শিল্পী অনন্ত কুমার দেব। ব্যক্তি জীবনে বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন।

১৯৫৩ সালের ১৬ মার্চ কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট থানার ছিনাই ইউনিয়নের দেবালয় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ দেব। মাতা প্রফুল্ল বালা দেব। গোটা পরিবারটিই সঙ্গীত পরিবার। পাঁচ ভাই চার বোন যথাক্রমে স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র দেব, রবীন্দ্রনাথ দেব, মঙ্গল চন্দ্র দেব, অনন্ত কুমার দেব ও হেমন্ত কুমার দেব। বোনরা হলো প্রতিমা দেব, কল্পনা দেব, অর্চনা দেব ও সুজাতা দেব। পরিবারের প্রথম শর্তই ছিল মায়ের কাছে সঙ্গীতে তালিম নেয়া মা প্রফুল্লবালাদেব হারমনিয়ামে সা-রে, গা-মাটা তুলে দিতেন। এরপর গলাটা যখন একটু সমান হতো তখন বাবা যতীন্দ্রনাথ দেব খুব বড় মাপের একজন সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব ছিলেন-তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি, ছবি আঁকা, অভিনয় ও খেলাধুলা শেখাতেন। ১৯৬৬ সালে দেবালয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভাওয়াইয়ার যুবরাজ মো. কছিম উদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সেই অনুষ্ঠানে শিল্পী অনন্ত কুমার দেব পরিবেশন করেন অতুল প্রসাদের গান 'পাগল মনটা রে তুই বাঁধ, ভাওয়াইয়া' ফাঁদে পড়িয়া বগা কান্দেরে' এই দুই গানে কছিম উদ্দিনের নজর কাড়েন। পরে কছিম উদ্দিন তার বাবা মার সঙ্গে তার বাড়িতে এসে রেডিওতে নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেন। এরপরে শিল্পী অনন্ত কুমার দেব লোক সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং স্থানীয় কুষান গানের দলে দোহারের ভূমিকায় আসেন। অনন্ত কুমার দেব স্থানয় পত্রিকায় আঞ্চলিক ভাষায় কলাম লিখে থাকেন, কলাম গুলো হলো –ধল্লার পাড়ের গল্প, জ্যাটের ফ্যাদলা বাঁশ ফাটা গল্প অকামের ফ্যাদলা। পত্রিকা গুলো হলো–সাপ্তাহিক ধরলা, দৈনিক চাওয়া পাও, সকালের খবর, বাহের দেশ, বিভাষ ইত্যাদি, অবসর সময় তিনি বই পড়েন, গনে শোনে শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা ছবি আঁকেন। সাধারণ জীবন যাপন তার সবচেয়ে পছন্দের। ভারত, নেপাল, ভুটানে বেশ কয়েকবার ভাওয়াইয়া পরিবেশন করেন। বাংলা একাডেমীর লোক সংস্কৃতির সংগ্রাহকের কাজ করেছেন। সবার আশীর্বাদ নিয়ে বেচে থাকতে চান শিল্পী অনন্ত কুমার দেব।

অজয় কিশোর হোর

অজয় কিশোর হোর, পিতা স্বর্গীয় নিকুঞ্জ বিহারী হোর, মাতা স্বর্গীয় নিশারানী হোর । ১৯৪৫ সনের ১৫ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার বরমা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৯ সনে কুমিরা হাইস্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন, ১৯৬১ সনে চট্টগ্রাম সিটি নাইট কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ১৯৬৪ সনে চট্টগ্রাম কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্স এবং ১৯৬৫ সল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অজয় কিশোর হোর

থেকে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন। কিছুদিন বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করেন। এরপর ১৯৭০ সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম এ ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ১৯৭০ সন থেকে ১৯৭২ সন পর্যন্ত পাবনার উল্লাপাড়া আকবর আলী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেন।

১৯৭১ সনের জুন মাসে উনি ভারতের মিজোরাম রাজ্যের দেমাগিরিতে একটি শ্বরণার্থী শিবির পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। সেখানে তৎকালীন পাকিস্তানের এম.এন.এ. চট্টগ্রামের আবু সালেহ ও তখন অবস্থান করছিলেন। তাঁর কাছ থেকে অজয়কিশোর হোর খবর পেলেন যে কোলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ৫৭/৮ নং ভবনে (দ্বিতল) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং বেতার শিল্পীদের সেখানে যোগদান করতে বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী উনি ১৯৭১ সনের জুন মাসের শেষের দিকে কোলকাতায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এসে কণ্ঠশিল্পী হিসেবে সঙ্গীত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে থাকেন এবং স্বাধীন বাংলা বেতারের শেষ সঙ্গীত অনুষ্ঠান প্রচার পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

উনি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই গান বাজনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু ছিলেন তাঁর মা। তাঁর মা খুব ভালো গান করতেন। চট্টগ্রাম কলেজে পড়ার সময় উনি আর্য সঙ্গীত সমিতির স্বর্গতঃ প্রিয়দা রঞ্জন সেনগুপ্ত ও ওস্তাদ ফজলুল হকের কাছে সঙ্গীতে তামিল নেন। এর আগে কুমিরা অবস্থানকালে স্কুল জীবনে স্বর্গত: বিখ্যাত অভিনেতা যিনি একজন বিখ্যাত গায়ক ও ছিলেন। অমলেন্দু বিশ্বাসের কাছেও সঙ্গীতে তালিম নেন। উনি ১৯৬৩ সনের ডিসেম্বর মাস থেকে চট্টগ্রাম বেতারে (তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান চট্টগ্রাম) রবীন্দ্র সঙ্গীত, আধুনিক ও লোকগীতি পরিবেশন করে আসছেন। উনি ১৯৬৬ ইংরেজী থেকে পাকিস্তান টেলিভিশন ঢাকা কেন্দ্র থেকেও আধুনিক গানে অংশগ্রহণ করে আসছিলেন। ১৯৭২ সনে উনি আকাশ বাণী, কোলকাতা কেন্দ্রেও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন।

বর্তমানে তিনি চট্টগ্রাম বেতারের আধুনিক গানের একজন বিশেষ শ্রেণীর সঙ্গীত শিল্পী

মৃণাল ভট্টাচার্য্য

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক মৃণাল ভট্টাচার্য্য ও তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন ১৯৭১ সালের জুন মাসে স্বাধীন বাংলা বেতারে অংশগ্রহণ করেন। তিনি প্রায় ছাব্বিশটি সমবেত গানে স্বাধীন বাংলা বেতারে কণ্ঠ দিয়েছিলেন। তিনি বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী/শিল্পী/সাহিত্যিক সহায়ক সমিতির সদস্য ছিলেন, যার মাধ্যমে গান গাওয়া অবস্থায় মুক্তির গান চলচ্চিত্রে দৃশ্যমান রয়েছে। ১৯৭১ সনের ১৮ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের পক্ষে সারা

বিশ্বে জনমত সৃষ্টি করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। বর্তমান চট্টগ্রাম বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক, ব্যক্তিগত জীবনে একজন ব্যাংক ব্যবস্থাপক ছিলেন বতর্মানে অবসর গ্রহণ করেছেন, পারিবারিক জীবনে বর্তমান স্ত্রী, এক ছেলে, ছেলের বৌ এবং নাতনী ও একটা নাতি রয়েছে। তাদের নিয়ে বৃদ্ধ বয়সে দিন অতিবাহিত করছেন। বর্তমান ঠিকানা নীরব ভবন, ৫ নং আবদুস সাত্তার রোড, রহমতগঞ্জ, চট্টগ্রাম বাজারে নিজের একটি এ্যালবাম ও যৌথভাবে দুইটি এ্যালবাম আছে, ১৯৯৫ সনে ভারতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের উপর রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

১৯৪৮ সালের ১৬ জুলাই চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড থানার অন্তর্গত মহাদেবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মৃত ডা.নীরদ বরণ ভট্টাচার্য ও মাতা মৃত: প্রতিভাময়ী ভট্টাচার্য ছোটকাল থেকে লেখাপড়ার সাথে সাথে গান বাজনা করতেন। ১৯৬৮ সনে চট্টগ্রাম বেতারে সঙ্গীতে তালিকাভুক্ত হন। ১৯৬৯ সনে চট্টগ্রাম সিটি কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে আইন কলেজে ভর্তি হন।

যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি

মতিউর রহমান

বাংলাদেশ সরকারের উপসচিব ও বাংলাদেশ বেতারের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মতিউর রহমান গত ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ যুগ্মসচিব পদে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি বিসিএস (প্রশাসন)ক্যাডারের ১৯৮৫ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি এপ্রিল, ২০১১ থেকে বাংলাদেশ বেতারে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ছবির ক্যাপশান সংশোধন

গত সংখ্যায় বাংলাদেশ বেতারের বার্ষিক বনভোজন ২০১২ শীর্ষক বেতার সংবাদ শিরোনামের ২য় ছবিটির ক্যাপশানে 'গলফ খেলায় বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক এ কে এম শামীম চৌধুরীর নাম ছাপা হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে হবে গলফ খেলায় বাংলাদেশ বেতারের প্রধান প্রকৌশলী দুলাল কুমার পাল।